নেট মিটারিং সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর

(নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুসারে প্রস্তুতকৃত)

গ্রাহকগণ ফোনে যেসব প্রশ্ন সাধারণত করে থাকেন, তার সহজ ও কথোপকথনভিত্তিক উত্তর নিচে দেওয়া হলো। প্রতিটি উত্তর নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে গ্রাহককে সরাসরি ও নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন-1: নেট মিটারিং কি? এর সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরঃ নেট মিটারিং হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আপনি নিজের বাসা, দোকান বা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সোলার প্যানেল বা অন্য কোনো নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) সিস্টেম বসিয়ে নিজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন। এই বিদ্যুৎ প্রথমে আপনি নিজের ব্যবহারের জন্য কাজে লাগাবেন, আর যদি ব্যবহারের পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেটি আমাদের বিতরণ গ্রিডে চলে যাবে।

এজন্য আপনার সংযোগস্থলে একটি বিশেষ দ্বিমুখী (bi-directional) "নেট মিটার" বসানো হয়, যেটি গ্রিড থেকে আপনি কত বিদ্যুৎ নিলেন (Import) এবং গ্রিডে আপনার সিস্টেম থেকে কত বিদ্যুৎ দিলেন (Export) — এই দুইটি হিসাব আলাদা আলাদাভাবে রাখে। মাস শেষে এই দুইয়ের পার্থক্য অনুযায়ী আপনার বিল হিসাব হয়, অর্থাৎ আপনি শুধু নিট (Net) যে পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে বাড়তি ব্যবহার করলেন, তারই বিল দিতে হবে।

প্রশ্ন-2: নেট মিটারিং এর মাধ্যমে আমি কিভাবে লাভবান হতে পারি, একটু বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তরঃ বেশ কয়েকভাবে আপনি উপকৃত হবেন —

- দিনের বেলা সোলার থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আপনি নিজে ব্যবহার করবেন, ফলে গ্রিড থেকে কম বিদ্যুৎ কিনতে হবে এবং সরাসরি বিল কমে আসবে।
- উৎপাদন যদি আপনার ব্যবহারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বাড়তি বিদ্যুৎ গ্রিডে চলে যাবে এবং তা "ক্রেডিট ইউনিট" হিসেবে জমা থাকবে, যা পরের বিলিং মাসের সাথে সমন্বয় হবে।
- প্রতি তিন মাস অন্তর (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর মাস শেষে) একটি "সেটেলমেন্ট পিরিয়ড" হিসাব হয়। এই সময় শেষে যদি আপনার ক্রেডিট ইউনিট জমা থাকে, সরকার নির্ধারিত বাল্ক ট্যারিফ হারে সেই বাড়তি বিদ্যুতের টাকা আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং বা চেকের মাধ্যমে ফেরত দেব।

সংক্ষেপে বললে — নিজের বিদ্যুৎ বিল উল্লেখযোগ্যভাবে সাশ্রয় হয়, আর বাড়তি উৎপাদন হলে সেটার আর্থিক মূল্যও আপনি ফেরত পান।

প্রশ্ন-3: আমার ছাদে একটি রুফটপ সোলার স্থাপন করতে চাই। কত ক্যাপাসিটির সোলার স্থাপন করতে পারব, তা কিভাবে বের করব?

উত্তরঃ মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আপনার সোলার সিস্টেমের সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি নির্ধারিত হবে —

- আপনার বর্তমান অনুমোদিত/বরাদ্দকৃত লোড (Sanctioned Load): সোলার ইনভার্টারের সম্মিলিত AC আউটপুট আপনার অনুমোদিত লোডের বেশি হতে পারবে না।
- সংযোগস্থলের ট্রান্সফরমার ক্ষমতা: আপনি মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজ গ্রাহক হলে, ট্রান্সফরমারের নির্ধারিত ক্ষমতার (একাধিক ট্রান্সফরমার সমান্তরালে থাকলে তাদের সম্মিলিত ক্ষমতার) ৮০ শতাংশের বেশি সোলার ক্যাপাসিটি বসানো যাবে না।
- ছাদে বা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গায় বাস্তবে কতটুকু জায়গা খালি আছে — সাধারণত প্রতি কিলোওয়াট সোলারের জন্য মোটামুটি ৮০-১০০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন হয়।

চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য https://nem.powerdivision.gov.bd/ ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করলে আমাদের প্রকৌশল দল সরেজমিনে যাচাই করে ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করে দেবে।

প্রশ্ন-4: খরচ কত হবে, তার একটা ধারণা কিভাবে পেতে পারি?

উত্তরঃ নির্দেশিকায় সোলার সিস্টেমের নির্দিষ্ট কোনো দাম বেঁধে দেওয়া নেই, কারণ প্যানেল-ইনভার্টারের ব্র্যান্ড, ক্যাপাসিটি, ব্যাটারি ব্যবহার করবেন কিনা — এসবের উপর ভিত্তি করে খরচ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

সঠিক খরচ জানতে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে ঢুকে রুফটপ সোলার ক্যালকুলেটরে আপনার ছাদের যতটুকু অংশে সোলার প্যানেল বসাতে চান তার এরিয়া (বর্গফুট) ইনপুট দিবেন। ইনপুট দিলে কত কিলোওয়াট সোলার বসাতে পারবেন এবং সম্ভাব্য কত খরচ হবতে পারে তার একটি এস্টিমেট পেয়ে যাবেন। এছাড়া স্রেডা (SREDA)-অনুমোদিত একাধিক ভেন্ডরের কাছ থেকে কোটেশন সংগ্রহ করতে। এছাড়া, যদি আপনি একসাথে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করতে না চান, তাহলে "OPEX মডেল"-এ যেতে পারেন — এখানে একটি তৃতীয়পক্ষ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে আপনার ছাদে সিস্টেম বসিয়ে দেবে, আর আপনি শুধু উৎপাদিত বিদ্যুৎ চুক্তিতে নির্ধারিত দামে কিনে ব্যবহার করবেন — এক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রাথমিক বিনিয়োগ লাগবে না।

প্রশ্ন-5: আমার ভবনের ছাদ ছাড়া অন্য ফাঁকা জায়গা থাকলে কি সেখানে সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারব?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ, পারবেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী শুধু ছাদ নয় — আপনার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো ভবনের পার্কিং লট, গ্যারেজ, টিনশেড, ভবনের বহির্ভাগের খালি জায়গা, এমনকি সীমানাপ্রাচীরেও সোলার প্যানেল বসাতে পারবেন।

শর্ত হলো — জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হবে, সেখানে (বা তার সংযুক্ত স্থাপনায়) আমাদের বিতরণ মিটার থাকতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ ইউটিলিটি হিসেবে আমাদের কাছ থেকে জায়গাটি নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ও স্বীকৃত হতে হবে।

প্রশ্ন-6: সোলার সিস্টেমের AC ক্যাপাসিটি এবং DC ক্যাপাসিটি কি?

উত্তরঃ সহজভাবে বললে —

- DC ক্যাপাসিটি (kWp — কিলোওয়াট পিক): স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে (STC) আপনার সোলার প্যানেলগুলো থেকে সর্বোচ্চ যে DC বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, সেটাই হলো প্যানেলগুলোর সম্মিলিত DC ক্যাপাসিটি। সহজ কথায় সোলার প্যানেলের মোট ক্ষমতা। সোলার প্যানেলের পেছনে যে নেমপ্লেট থাকে সেখানে দেখবেন সোলার প্যানেলটি কত ওয়াট-পিকের (Wp) তা লিখা আছে। সেই ওয়াটপিক-কে ব্যবহৃত প্যানেল সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ডিসি ক্যাপাসিটি পেয়ে যাবেন।
- AC ক্যাপাসিটি: প্যানেল থেকে উৎপাদিত DC বিদ্যুৎ ইনভার্টারের মাধ্যমে AC-তে রূপান্তরিত হয়ে গ্রিডে যায়। ইনভার্টারগুলোর সম্মিলিত আউটপুট ক্ষমতাই হলো সিস্টেমের AC ক্যাপাসিটি — এটিই আপনার অনুমোদিত লোডের সাথে তুলনা করে নেট মিটারিং সিস্টেমের ক্যাপাসিটি হিসেবে গণ্য করা হয়।

DC এবং AC ক্যাপাসিটির অনুপাতকে বলা হয় DC:AC Ratio, যা সাধারণত সিস্টেম ডিজাইন এবং আপনার এলাকার সূর্যালোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ঠিক করা হয়।

প্রশ্ন-7: সর্বোচ্চ কত ক্যাপাসিটির সোলার সিস্টেম বসালে আমি নেট মিটারিং করতে পারব?

উত্তরঃ মূল নিয়ম হলো — আপনার ইনভার্টারের সম্মিলিত AC আউটপুট কখনোই আপনার অনুমোদিত লোডের বেশি হতে পারবে না। এছাড়া মধ্যম থেকে অতি উচ্চ ভোল্টেজের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে, সিস্টেমের ক্যাপাসিটি সংযোগস্থলের ট্রান্সফরমার ক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

এই দুইটি সীমার মধ্যে যেটি ছোট, সেটিই আপনার জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ক্যাপাসিটি হবে। এর চেয়ে বেশি ক্যাপাসিটি বসাতে চাইলে আলাদাভাবে বিশেষ আবেদন করে অনুমোদন নিতে হবে, যা আমি পরের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করছি।

প্রশ্ন-8: আমার অনুমোদিত লোড (Sanctioned Load) আছে ৫ কিলোওয়াট, কিন্তু ছাদে ১০ কিলোওয়াট বসানোর জায়গা রয়েছে। আমি যদি ১০ কিলোওয়াট সোলার বসাতে চাই, তাহলে কি করতে হবে?

উত্তরঃ এটা করা সম্ভব, তবে সাধারণ নিয়মে হবে না, কারণ আপনি আপনার চুক্তিবদ্ধ লোডের (৫ কিলোওয়াট) চেয়ে বেশি ক্ষমতার সিস্টেম বসাতে চাইছেন। এক্ষেত্রে আপনাকে https://nem.powerdivision.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আলাদাভাবে একটি বিশেষ আবেদন করতে হবে।

আমরা আবেদনটি যাচাই করে যদি উপযুক্ত মনে করি, তাহলে বিষয়টি "গ্রিড স্ট্যাবিলিটি সংক্রান্ত কমিটি"-র কাছে মতামতের জন্য পাঠাব। এই কমিটিতে বিতরণ কোম্পানিসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা থাকেন। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই বিদ্যুৎ বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

সহজ কথায় — শুধু ৫ কিলোওয়াট চাইলে সরাসরি নিয়মিত প্রক্রিয়াতেই নেট মিটারিং হয়ে যাবে, কিন্তু ১০ কিলোওয়াট করতে চাইলে বাড়তি অনুমোদন লাগবে এবং সেজন্য একটু বেশি সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন-9: নেট মিটারিং করার জন্য আমাকে কি করতে হবে?

উত্তরঃ বর্তমানে পুরো আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হয় — হার্ডকপিতে আবেদন গ্রহণ করা হয় না। ধাপগুলো নিচে দিচ্ছি —

1. নির্দেশিকার নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী https://nem.powerdivision.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
2. আবেদন জমা দেওয়ার পর আমরা তা গ্রহণ করে প্রাপ্তি স্বীকার করব এবং যাচাই করে সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিস্টেম স্থাপনের অনুমোদনপত্র দেব।
3. অনুমোদন পাওয়ার পর সর্বোচ্চ ৮ মাসের মধ্যে আপনাকে নিজ খরচে (বা OPEX মডেলে বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে) স্রেডা-অনুমোদিত মানসম্মত প্যানেল, ইনভার্টার ও নেট মিটার দিয়ে সোলার সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
4. সিস্টেম স্থাপন শেষ হলে একই ওয়েবসাইটে অনলাইনে সিস্টেম ইভ্যালুয়েশন আবেদন জমা দিতে হবে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।
5. আমরা পরিদর্শন করে সিস্টেমটি মানদন্ড অনুযায়ী ঠিক পেলে, আবেদন জমা দেয়ার সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আপনার সাথে আনুষ্ঠানিক নেট মিটারিং চুক্তি স্বাক্ষর করব। এই স্বাক্ষরের তারিখই হবে আপনার "বাণিজ্যিক অপারেশন শুরুর তারিখ (COD)"।
6. চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই আপনার নেট মিটার কার্যকর হয়ে যাবে এবং পরবর্তী মাস থেকে বিল নেট মিটারিং পদ্ধতিতে হিসাব হবে।

প্রশ্ন-10: আমি ৫ কিলোওয়াটের সোলার বসিয়েছি। নেট মিটারিং করতে চাইলে আমাকে কি করতে হবে?

উত্তরঃ আপনার ক্ষেত্রে যেহেতু সিস্টেম আগে থেকেই বসানো আছে, প্রক্রিয়াটি প্রায় একই থাকবে (সম্পূর্ণ অনলাইনে), শুধু একটি ধাপ এগিয়ে শুরু হবে —

1. আগের মতোই https://nem.powerdivision.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।
2. আমরা আবেদন যাচাই করে অনুমোদনপত্র দেব।
3. যেহেতু সিস্টেম ইতোমধ্যে স্থাপিত, তাই ৮ মাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই — অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই আপনি সিস্টেম ইভ্যালুয়েশন আবেদন একই ওয়েবসাইটে অনলাইনে পূরণ করে জমা দিতে এবং পরিদর্শনের অনুরোধ জানাতে পারবেন।
4. আমরা এসে দেখব আপনার ব্যবহৃত প্যানেল, ইনভার্টার ও নেট মিটার নির্দেশিকার মানদন্ড ও অনুমোদিত যন্ত্রাংশের তালিকা অনুযায়ী কিনা। সব ঠিক থাকলে আবেদনটি অনুমোদন দেয়া হবে এবং পরে মিটারটি বাইডিরেকশনাল করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

প্রশ্ন-11: নেট মিটারিং অনুমোদন হতে কতদিন সময় লাগে?

উত্তরঃ সময়সীমা মোটামুটি এভাবে ভাগ করা আছে —

- আবেদন জমা দেওয়ার পর সিস্টেম স্থাপনের অনুমোদনপত্র পেতে সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবস লাগবে।
- সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন করে অনলাইনে সিস্টেম ইভ্যালুয়েশন আবেদন জমা দেওয়ার পর, পরিদর্শন-যাচাই শেষে চূড়ান্ত নেট মিটারিং চুক্তি স্বাক্ষর হতে সর্বোচ্চ আরও ১৫ কার্যদিবস লাগবে।

অর্থাৎ, সিস্টেম আগে থেকেই বসানো থাকলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া (আবেদন থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত) মোটামুটি এক মাসের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা। নির্ধারিত সময়ে সেবা না পেলে আপনি প্রমাণসহ অনলাইনে বা হার্ডকপিতে অভিযোগ জানাতে পারবেন, যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করবে।

বাড়তি কিছু প্রশ্ন, যা গ্রাহকেরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন

প্রশ্ন-12: নেট মিটারিং এর আবেদনের জন্য কি কি কাগজপত্র লাগবে?

উত্তরঃ সাধারণত নিচের তথ্য ও কাগজপত্র প্রয়োজন হয় —

- পূরণকৃত আবেদন ফরম (নির্দেশিকার পরিশিষ্ট-১)।

- আপনার গ্রাহক নম্বর / বিলিং একাউন্ট নম্বর এবং ট্যারিফ শ্রেণি।
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট নম্বর (প্রতিষ্ঠান হলে ট্রেড লাইসেন্স ও নিবন্ধন নম্বর)।
- সাইটের ঠিকানা, জিপিএস অবস্থান এবং জায়গার মালিকানার তথ্য।
- প্রস্তাবিত সিস্টেমের ক্যাপাসিটি (AC ও DC উভয়) এবং ব্যবহৃত প্যানেল-ইনভার্টারের ব্র্যান্ড-মডেলের তথ্য।
- OPEX মডেলে করতে চাইলে, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির তথ্য।

এই সবকিছু https://nem.powerdivision.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদনের সময় দিতে বা আপলোড করতে হবে।

প্রশ্ন-13: CAPEX এবং OPEX মডেলের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ দুইটি মডেলই নির্দেশিকায় স্বীকৃত —

- CAPEX মডেল: আপনি নিজের টাকায় নিজেই সিস্টেম কিনে বসাবেন। সিস্টেমের সম্পূর্ণ মালিকানা এবং নেট মিটারিং-এর পুরো সুবিধা আপনার থাকবে।
- OPEX মডেল: একটি তৃতীয়পক্ষ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে আপনার ছাদে সিস্টেম বসাবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আপনি শুধু উৎপাদিত বিদ্যুৎ চুক্তিতে নির্ধারিত দামে কিনে ব্যবহার করবেন, যা সাধারণত আমাদের নিয়মিত রিটেইল ট্যারিফের চেয়ে কম হয়ে থাকে। এতে আপনার কোনো প্রাথমিক বিনিয়োগ বা ঝুঁকি থাকে না।

প্রশ্ন-14: বিদ্যুৎ বিল কিভাবে হিসাব হয়?

উত্তরঃ প্রতি বিলিং মাসে তিনটি সংখ্যা একসাথে দেখা হয় — গ্রিড থেকে আপনি কত বিদ্যুৎ আমদানি (import) করলেন, আপনার সোলার থেকে গ্রিডে কত বিদ্যুৎ রপ্তানি (export) করলেন, এবং আগের মাস থেকে আপনার কোনো ক্রেডিট ইউনিট জমা আছে কিনা।

আমদানির পরিমাণ (রপ্তানি ও জমাকৃত ক্রেডিট বাদ দেওয়ার পর) বেশি হলে সেই বাড়তি অংশের জন্য আপনাকে স্বাভাবিক ট্যারিফ অনুযায়ী বিল দিতে হবে। আর রপ্তানি বেশি হলে বাড়তি অংশ ক্রেডিট হিসেবে জমা থেকে যাবে এবং পরের মাসে সমন্বয় হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সেটেলমেন্ট পিরিয়ড শেষে অবশিষ্ট ক্রেডিট থাকলে তার আর্থিক মূল্য বাল্ক ট্যারিফ হারে আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে।

প্রশ্ন-15: নেট মিটার ও সংযোগের খরচ কে বহন করবে?

উত্তরঃ নেট মিটার এবং ইন্টারকানেকশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ (তার সংযোগ, প্রয়োজনে বিদ্যমান সংযোগ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ইত্যাদি) গ্রাহককে বহন করতে হয়; OPEX মডেলে এই খরচ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বহন করে। উল্লেখ্য যে, নেট মিটারিং এর জন্য আবেদন করতে কোনো ফি নেয়া হয় না।

তথ্যসূত্রঃ নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।